টু-কি, আমায় ধরতে পারে না

বাণী দত্ত

[পূর্ববর্তী সংখ্যায় 'বোয়াল মাছের ঝাঁপান' প্রবন্ধটির অনুষঙ্গে এটি দ্বিতীয় অধ্যায়]

ছেলেবেলার খেলা। লুকোচুরি। কখনো বা Hide and seek.একজন চোখ বন্ধ করার ভঙ্গি করবে। অন্যজন কোন গুপ্ত স্থানে লুকিয়ে সাড়া দেবে। —টু-কি, আমায় ধরতে পারে না। বড় হয়ে মানুষ শৈশবের সেই তারল্যের স্মৃতি রোমন্থন করে আপন মনে হাসে। চোখ যে বন্ধ করে, সে জানে চোখ বন্ধ করার প্রক্রিয়াটুকুই করতে হয়; আঙুলের ফাঁক দিয়ে দেখতে হয়। যে লুকোয়, সেও জানে সে ধরা পড়বেই। তাই এ খেলা ছোট বয়সেই মানায়।

কিন্তু বড় বয়সেও যখন জীবনের প্রতি পরতেই সেই খেলার পুনরাবৃত্তি ঘটে, তখন মানুষ দুঃখ পায়, ব্যথিত হয়। রাজনীতির লোকগুলো ভোটের আগে কত লম্ফ-ঝম্পই না করে। দেশকে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানে পরিপূর্ণ করে দেবে। লক্ষ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে। দুরাশা জেনেও মানুষ ভোট দেয়। তারপর আশাহতদের পুরাতন কাহিনি। দেশ যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রয়ে যায়। রাজনীতির ফড়েরা দাঁও মারে। টু-উ-উ-কি !

ক্যাস নামে এক কিম্ভুত-কিমাকার বস্তু নিয়ে কিছুদিন চাপান উতোর হোল। কন্ডিশনার অ্যাকসেস্ সিস্টেম বা CAS একখুড়োর কল, কেবল্ টিভির উন্নততর সংস্করণ। প্রযুক্তির উন্নতি ঘটলে মানুষের খরচ কমে। আমাদের দেশে তা বাড়ে। যে কোন একটা প্ল্যান করা মানেই প্রযুক্তির নামে জনগণের পকেট কাটা। CAS নিতে হলে Set Top Box নামে এক খ্যাঁচাকলের প্রয়োজন। মানুষ ইচ্ছামত কেবল্ দেখতে পাবে। প্রথমে বলা হলো Free to Air হলে সত্তর টাকা লাগবে প্রতি মাসে। তারপর পছন্দসই পে চ্যানেল্ নেওয়া যাবে। Free এবং Pay Channel মোটামুটি পছন্দসই গুলো নিলে মোট দুশো টাকার বেশি হবেই না। পে চ্যানেলের কর্তারা বেঁকে বসলো। সরকারি বয়ান পালটে গেল। সব নিতে হলে চারশো টাকা। তার কমে কি হয়? তবুও গোলযোগ মেটেনা। সেপ্টেম্বরের এক তারিখ থেকেCAS চালু করতেই হবে। ঐক্যমত হোল না বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। অতএব পথ খোলা। পিছিয়ে দাও। আরে ভাই-জনগণের এতে সুবিধাই হবে। কিন্তু বারবার মিডিয়া মারফৎ জ্ঞানদান করেও জনগণ বুঝছে না। আচ্ছা আহাম্মক বটে!

মাঝখান থেকে সরকার বাহাদুরের আর্থিক ক্ষতি হোল। প্রতি সেট টপ বক্সের জন্য ট্যাক্স তো আছেই। তার উপর কিছুদিনবাদে সার্ভিসট্যাক্স বসালেই হোল। সে গুড়ে ক্ষণিকের বালি। ক্যাস এর ভড়ং শেষ হতে না হতেই শু হয়ে গেছে DTH এর রবরবা। Direct to Home নামে এই প্রযুক্তি আরও সরেস। সোজাসুজি উপগ্রহ থেকে বাড়ির টিভিতে ছবি। মাঝখানে একটি যন্ত্র। প্রথমে প্রচারিত হল যন্ত্রটি আনুমানিক ছয় সাত হাজার টাকায় হয়ে যাবে। এবং সেটা কিনে নিলেই সব মুশকিল আসেনি। খরচের ভারে ন্যুব্জ জনগণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভেবেছিলো, --- যাক বাবা, একবারই যা খরচ। এখন জানা গেল যন্ত্রটির দাম আট থেকে দশহাজার বা তদূধর্ব। এবং সার্ভিস প্রোভাইডার-রা তো আলাদা টাকা নেবেই। খরচ প্রতি মাসে চারশো টাকার কম। তার উপর আরও কী চাপবে সেটা ভাবলেই গা চিড়বিড় করে উঠবে।

সামাজিক সাম্য-ই দেশের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য নাকি সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের হাতে থাকা দরকার। রাষ্ট্র অনেক কিছু ব্যবসা বাণিজ্য আরম্ভ করলো। এবং রাজনীতি ফলাতে গিয়ে ব্যবসায়ে ল্যাজে গোবরে হোল। কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক সাপে নেউলে হলেও এ ব্যাপারে কোন ভেদাভেদ নেই। অতএব বিলগ্নীকরণ শু হল। ভুলগুলো শুধরে নিয়ে উন্নয়নের পথে যাওয়া প্রয়োজন তো! আরে ব্যবসা করা কী রাষ্ট্রের কম্মো! ব্যবসা কক ব্যবসাদাররা। আমরা ট্যাক্সো নেব। সেটাই তো আমাদের কাজ। দেশকো আগে বাঢ়ানে কে লিয়ে তঙ্খা চাহিয়ে!

রাজ্যেও বিলগ্নীকরণ শু হয়েছে। গ্রেট ইস্টার্ন বেচে দেওয়ার চেষ্টা চলছে বহুদিন। না চালাতে পারলে এটাই স্বচ্ছ চিন্তা। কিন্তু রাজনীতির করাল ছায়া সেটা আর হতে দিচ্ছে না। তার জন্য মিটিং হচ্ছে, খরচ হচ্ছে; বিক্রি আর হচ্ছে না। সরকারের বিবিধ সম্পত্তি নিয়েই নাকি এরকম আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু রাজ্যে তো ব্যবসা করার লোক ও চাই। নইলে সরকার পাবে কী? এদিকে দেশে দুর্নাম ছড়িয়েছে Business friendly রাজ্য নয় বলে। অতএব বিদেশি লগ্নি আনতে হবে। নববই-এর দশকে লগ্নিটানার জন্য সে কী বিদেশ যাত্রার ধূম। শয়ে শয়ে মৌ সই হল ঢাক ঢোল বাজিয়ে। ''দেখে নেবেন তিনমাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা কী করে দিই!'' সাত আট বছর কেটে গেছে। সেই বক্তা এখনও আছেন। সভা আলো করে শিল্প উপদেষ্টা মন্ডলীতে বসেন। রাজ্যের লগ্নি শুকেতর। টু-উ-উ-কি, টু-উ-কি!

নতুন দুটো মেডিক্যাল কলেজ নিয়েও নাটক কম হচ্ছে না। মেডিক্যাল কাউন্সিল অনুমতি দিচ্ছে না। স্বাস্থ্য সচিব ধর্ণা দিতে দিল্লি য

াচ্ছেন বারংবার। মেডিক্যাল কলেজ খোলার অনুমতি পেতে যা দরকার সেটা পূরণ হলে এত তৈলমর্দনের প্রয়োজন তো নেই। কলেজের অনুমতি না পেলেও সেই কলেজে টাকা নিয়ে ডাক্তারি পড়বার জন্য ছেলে মেয়েরা পরীক্ষা দিলো। কৃতকার্যদের লিস্টও বেরিয়ে গেছে। এদিকে অনুমতি পাওয়া যাবে না এই আন্দাজে জয়েন্ট এন্ট্রান্স উত্তীর্ণ সত্তরজন ছাত্রছাত্রীর কাউন্সেলিং ও বন্ধ করে দেওয়া হোল।

মিডিয়া এবং জনমানসে একটু তরঙ্গ দেখা দিলো। কিন্তু তাতে রাষ্ট্রযন্ত্রের কী-ই বা আসে যায়? তাই সেই একই টু-কি।

পুজোর আগেই দুলাল বন্দোপাধ্যায়ের যাবজ্জীবন কারাদন্ড হোল। হওয়ার আগে অবধি তিনি ছিলেন ঝিস্ত সেবক। শাস্তি উচচারিত হওয়ার পরে তাঁকে বিতাড়ন করা হোল। নরহত্যার দায়ে শত শত দুলাল আজ রাজ্যের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আদালত শাস্তি দেয় নি, তাই তারা আলালের ঘরে দুলালই রয়ে গেছে। নেহাত উপায় ছিলো না, তাই এই দুলালকে অ্যারেস্ট করতে হয়েছিলো।

বারাসত পুজো কমিটির লোকজনকে অ্যারেস্ট করতে হল নেহাত তারা বিদেশি বলে। পুজো বন্ধ করার আদেশ দিয়েও পিছিয়ে অ াসতে হয়। লক্ষ লক্ষ ছেলেরা গ্রামে গঞ্জে শহরে লরি, বাস, ট্রাক, ম্যাটাডোর, ট্যাক্সি থামিয়ে ভয় দেখিয়ে চাঁদা/ তোলা আদায় করে। সেগুলো সবই মিথ্যা বোধ হয়, সব ঝুট হ্যায়? আর সেটা প্রমাণ করার জন্যই মাঝে মাঝে প্রশাসনিক ঝট্কা। দু-একটা অ্য ারেস্ট অ্যারেস্ট খেলা।

এই একই খেলা চলে হকার উচ্ছেদ, বে-আইনি দোকান পাট ভাঙার ব্যাপারে। হল্লাগাড়ি এসে সব লন্ডভন্ড দিয়ে গেল। কিছুদিন চুপচাপ। আবার একটু একটু করে সব গড়ে ওঠে নুতন বোঝাপড়ায়। চুক্তির দোকানদারি তবে গোষ্ঠী বিশেষের কাছে দায়বদ্ধতা তৈরি করতে হয়। সত্যিই তো, গরিব মানুষ, যাবে কোথায়? শেষের খেলাটি হোল মিছিল বন্ধের নির্দেশ। আপামর সাধারণ মানুষ খুশি। অসাধারণেরা নয়। হাইকোর্ট নাকি মানুষের অধিকার নিয়ে ছিনি মিনি খেলছে। মানুষের থুড়ি রাজনীতির অধিকারটা কী? সব কিছু অচল করে দেওয়া। পার্টির লোকেরা মিছিল করলে দোষ নেই, কারণ-আলাপ আলোচনায় লাভ হয় না। শুধু অরাজনৈতিক লোকজন মিছিল করলেই দোষ হবে, কারণ আলাপ আলোচনায় সব কিছু সম্ভব। এই দ্বিচারিতাই এ রাজ্যের সর্বনাশ করেছে, করছে ও করবে। ভাবা হয়েছিলো, হাইকোর্টের নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে সংশ্লিষ্ট সব গোষ্ঠী আত্মসংবরণ করবে। কিন্তু তাহলে পেশি প্রদর্শনের মহড়া হবে কী করে? ডিভিসন বেঞ্চেও মামলা খারিজ। অতএব আদালতের সঙ্গে পার্টির সংঘাত অনিবার্য। আর পার্টিই হোল প্রশাসনের চালক। এভাবেই দেশ চলেছে। সামগ্রিকভাবে উন্নতি করতে যে স্থিতধীনেতৃত্ব দরকার, তার বড়ই অভাব এ দেশে। সর্বত্রই যেন একটা নেতিবাচক আইডিয়া নিয়ে দেশ চালনা হচ্ছে। সাধারণ মানুষ কোনদিন মিছিল চায় না। চাইতে পারে না। কিন্তু মিছিল ছাড়া Mass mobilisation হবে কী করে? ভয়ে ভক্তিতে লাখো লোকের সমাবেশ! ট্রাক, ম্যাটাডোর বাস, ট্যাক্সি, অটোর জবরদখল আনাগোনা! এ না হলে কীসের পার্টি? মানুষের অশেষ দুর্গতি না করলে কিসের মিছিল?

অতএব ক্ষমতা প্রচারের একমাত্র অসি হোল মিছিলের জয়গান। হাইকোর্টের আদেশ অমান্য করতে হবে। হাইকোর্টের আদেশ আব ার কী? ওতো একটা ব্যক্তিবিশেষের মনগড়া আদেশ। চলো ভাই, চলো যাই সমাবেশে।

মূক তুমি সবাক হও, স্থবির তুমি অধীর হও। হাতে নাও ঝান্ডা। সব লন্ডভন্ড করে দাও। ইংরেজ আমলে কী মিছিল হয়নি। তবে তা বিদেশী শাসকের বিদ্ধে। এবার? এবার দেশি শাসকেরা মিছিল করবে দেশি কাজির রায়ের বিদ্ধে!

চমৎকার!

লুকোচুরি খেলার টু-কি-ই-ই, আমায় ধরতে পারেনা--- এই আওয়াজ পথে ঘাটে, কাননে কান্তারে ব্যাপ্ত। কার সঙ্গে কার লুকে াচুরি? কিছু দিগভ্রান্ত মানুষের লুকোচুরি সাধারণ মানুষের সঙ্গে। কোটি কোটি মানুষ দিনের পর দিন প্রতারিত হচ্ছে তাদেরই দ্বারা যাদেরকে তারা নির্বাচিত করেছিল জনগণের মঙ্গল করার উদ্দেশ্যে। টু-উ-উ-কি, আমায় ধরতে পারেনা - যে বলে খেলার ঢঙে, সে ধরতেই পারে না যে তার লুকানো চুরিটা ধরা পড়েই গেছে!

[বাণী দত্তের বর্তমান বয়স ৫৩। বিদ্যালয় জীবন থেকেই লেখার অভ্যাস। পরিচিতি তথা খ্যাতির আড়ালে থেকে এখনও লিখে য াচ্ছেন। নিজেকে 'অভ্যাসে দুর্বাক ও দুর্মুখ' বলেই অভিহিত করেন। তাঁর নিজের কথায় - "কেন লিখি? অনেক ভালো ভালে কথা লেখা যায়। কিন্তু ভালো কথা কলমে সব সময় আসে না। কেন লিখি? হাল হকিকৎ সাজিয়ে লিখলে এরকম দাঁড়ায় ঃ আনন্দে লিখি, কারণে/অকারণে; নিরানন্দে লিখি, কারণে; মানুষের ভালো হোক, তার জন্য লিখি; ভন্ডদের ক্ষতি হোক তার জন্য লিখি; মানুষ ভ ালোবাসুক, তার জন্য লিখি; মানুষ গালি দিক, তার জন্য লিখি; লিখে রোজগার হোক, সে আশাতেও লিখি।"]